দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 OCT 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

এসএসসিতে গণিত বাদ?

'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। কবিতার সে পংক্তি মনে হচ্ছে বর্জনীয় হতে যাচ্ছে। হালজমানার কথা হচ্ছে--একবার না পারিলে-নহে আরবার। এই চিন্তা থেকেই হয়ত এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় গণিতকে ঐচ্ছিক বিষয় করবার দাবী জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য একান্ত সোজা এবং স্পষ্ট। তাদের কথা হচ্ছে-- প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্র গণিতে অকৃতকার্য হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়েও এই এক বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় এসএসসির চৌকাঠ পার হতে পারছে না। একাধিক শিক্ষা বোর্ডকে গণিতে বাড়তি নম্বর (গ্রেস মার্ক) দিয়ে ছাত্রদের পাস করাতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতি আদৌ গৌরবের নয়। তাই তাদের আবেদন নবম শ্রেণী থেকেই গণিতকে ঐচ্ছিক বিষয় বলে গণনা করা হোক।

কুমিল্লা বোর্ডের একদল ছাত্রছাত্রী আর একধাপ এগিয়ে দাবী তুলেছে। কুমিল্লা বোর্ডের একজন কৃতী ছাত্রী নাকি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার পরীক্ষায় ফেলের কারণ গণিত। এ প্রেক্ষিতে কুমিল্লা বোর্ডের এই ছাত্রছাত্রীদের দাবী হচ্ছে, এসএসসিতে গণিতে পাসের নম্বর কমান হোক। পাস নম্বর ৩৩-এর স্থলে ২০ বা ২৩ করা হোক।

গণিত নিয়ে এই দেনদরবার আজকের নয়। দীর্ঘদিন থেকে এসএসসির সংকট ছিল গণিত এবং ইংরেজী নিয়ে। সম্প্রতিকালে ইংরেজীতে টিক মার্ক হওয়ায় পাসের এখন তেমন কোন ঝামেলা নেই। গণিতে টিক মার্কের ব্যবস্থা না থাকায় পরীক্ষায় পাসের এক নম্বর প্রতিবন্ধক হচ্ছে গণিত। তবে মনে হয়, কুমিল্লা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা একটি বিশেষ কারণে বাংলা পরীক্ষা নিয়ে এমন প্রশ্ন তুলেননি। সকলেরই জানা, পরীক্ষায় ফেলের হার গণিতের চেয়ে বাংলায়ই বেশী। কিন্তু বাংলা মাতৃভাষা। এ নিয়ে একটি আবেগ আছে। তাই বাংলাকে বাদ দেবার বা ঐচ্ছিক বানাবার প্রস্তাব এখনো কেউ দেয়নি। আশা করা যায়, এমনটি কেউ করবেও না।

তা'হলে কি হবে? এ প্রশ্নের সাধারণ জবাব হচ্ছে—পূর্বে যেমন ছিল এখনো তেমন থাকবে। বাংলা থাকবে। গণিত থাকবে। শিক্ষা, শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরি পাবার হাতিয়ার হিসাবে না দেখে জ্ঞানান্বেষণের প্রশ্নটি সামনে আনলে পরিস্থিতি অনেক স্বচ্ছ মনে হবে।

এ কথা সত্যি যে আজকের শিক্ষা চাকরির জন্য। অর্থ উপার্জনের জন্য। শিক্ষাও এক ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রমেরই অঙ্গ। আবার এ কথাও সত্য যে ঐ শিক্ষাটুকু পাবার জন্য নিজের মাতৃভাষা জানা এবং গণিতের জ্ঞান অপরিহার্য। কারণ, যুগটি বিজ্ঞানের। টেলিভিশন থেকে চাঁদে যাওয়া সকলই বিজ্ঞানের অবদান। আর এই বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি গণিত। সাধারণ বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতি, সমাজনীতি এমনকি দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভও গণিত বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। আর এ বিষয়গুলি শেখা সহজ মাতৃভাষায়।

তাই যে আবেদন ছাত্রছাত্রীরা করেছে তা একান্তই তাৎক্ষণিক। এ আবেদনে সমস্যা পরিমাপের গভীরতা নেই। আছে শুধু আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার মর্মান্তিক ব্যর্থতার সাক্ষর। "যাহা পরীক্ষায় আসিবে না তাহা পড়িব না। যাহা পরীক্ষায় পাসের সহায়ক নয়, তাহা বর্জনীয়"- এ মানসিকতা থেকেই এ দাবীর জন্ম। এ দাবী জীবন সম্পর্কে চরম হতাশা এবং জীবিকা অন্বেষণের তাগিদ থেকে উৎসারিত। এ দাবী আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চরম দেউলিয়াপনার প্রতিচ্ছবি। শিক্ষাকে অর্থবহ করেই এ সমস্যা সমাধানের কথা ভাবনা-চিন্তা করা যায়। কোন কিছু বাদ দিয়ে নয়।